ভালোবাসার সমীকরণ

জা কি র আ ল ম

ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী

ISBN: 978-984-29008-0-8

উৎসর্গ

স্নেহের ছোট বোন আছিয়া আলমকে।
যিনি আমার লেখার প্রথম পাঠক।

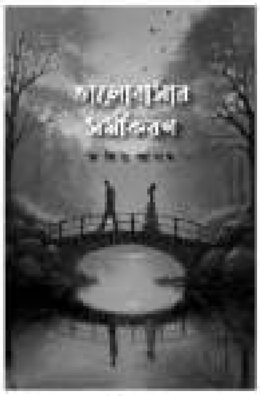

ভূমিকা

এই উপন্যাসের নায়িকা মোনা এবং নায়ক চরিত্র শ্রাবণের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এক পর্যায়ে শ্রাবণ মোনার প্রেমে পড়ে যায়। শ্রাবণ লিখতে থাকে মোনাকে নিয়ে একের পর এক প্রেমের গল্প-কবিতা। এভাবে মোনাকে শ্রাবণ খুব কাছের মানুষ ভাবতে থাকে। কিন্তু মোনা যখন শ্রাবণের বিষয়টা জানতে পারে তখন মোনা তাতে সাড়া দিতে পারেনি। কেননা শ্রাবণকে মোনা সারাজীবন বন্ধুত্বের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। এদিকে শ্রাবণও মোনাকে ভালোবেসে কাছে পাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রাবণ মোনাকে হারিয়ে ফেলে। মাঈনুলের সাথে মোনার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। শ্রাবণ সেটা মন থেকে মানতে পারে না। চোখের সামনে প্রিয় মানুষ অন্যের হয়ে যাওয়া যে কতটা কষ্ট এবং যন্ত্রণার তা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীতে প্রিয় মানুষ হারানোর কষ্ট সবচেয়ে বেশি। এর সহ্য ক্ষমতা সবার থাকে না। মোনাকে শ্রাবণ জীবন থেকে হারিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যায়। মোনা, শ্রাবণ এবং মাঈনুল এই তিনটি প্রধান চরিত্রের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস গড়ে উঠেছে। মোনাকে হারিয়ে শ্রাবণের স্বপ্নগুলো চোখের সামনেই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অথচ মোনারও কিছু করার থাকে না। সে তখন অন্য কারো জীবনের অংশ। তারপর মহান একুশে বইমেলায় শ্রাবণের নতুন বই বের হয়। তখন মোনা তার স্বামী মাঈনুলকে নিয়ে বইমেলা থেকে সেই বইটি সংগ্রহ করতে যায়। পথিমধ্যে খবর আসে সড়ক দুর্ঘটনায় শ্রাবণ মারা গেছে। খবরটি মোনা শোনার পর বিশাল আকাশ যেন তার মাথার উপর ভেঙে পড়ে। মুহূর্তেই থমকে যায় মোনার জীবন চলার গতিবিধি।

শ্রাবণ : (অনেক দিন পর মোনার সাথে ফোনে কথা বললো। অনেক কথা বলার পর এক পর্যায়ে বলে দিল...) এই শুনছো, একটা খুশির সংবাদ আছে।

মোনা : বলো শুনি তোমার খুশির সংবাদ...

শ্রাবণ : আমার প্রথম কবিতার বই বের হয়েছে কিছুদিন আগে।

মোনা : আলহামদুলিল্লাহ! বইয়ের নাম কি দিছ ?

শ্রাবণ : 'যেখানে বসন্ত তোমার'।

মোনা : ওয়াও! কাব্যগ্রন্থের নামটা অনেক সুন্দর হয়েছে। তা তোমার বইটা কবে নাগাদ হাতে পাবো ?

শ্রাবণ : চলো একদিন কফি-শপে দেখা করি। কবে সময় হবে তোমার ?

মোনা : ২৫ অক্টোবর বিকেল বেলা...

শ্রাবণ : ঠিক আছে তাহলে এটাই রইলো। এখন তাহলে ফোন রাখি।

মোনা : ওকে। ভালো থেকো। দেখা হবে...

শ্রাবণ : ওকে প্রিয়তমা...

মোনা : (কফি-শপে তাদের দেখা করার দিন চলে এলো। দেখা করার জন্য আগেই তারা জায়গা ঠিক করে রেখেছিল) তা কি অবস্থা তোমার ? অনেক দিন পর তোমার দেখা পেলাম। অনেক শুকিয়ে গেছ তুমি। নিজের যত্ন নাও না নাকি !

শ্রাবণ : তুমিও কিন্তু অনেক শুকিয়ে গেছ মোনা।

মোনা : হুম অতিরিক্ত লেখাপড়ার চাপ। ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করতেছি। আমার জন্য দোয়া কোরো যেন ভর্তির সুযোগ পাই।

শ্রাবণ : হুম অবশ্যই। তোমার মনের আশা আল্লাহ পূরণ করুক, আমিন।

মোনা : ধন্যবাদ তোমাকে। তারপর বলো তোমার কি অবস্থা ?

শ্রাবণ : এইতো দিন চলে যাচ্ছে কোনো ভাবে...

মোনা : তোমার লেখাপড়ার কি অবস্থা ? কোথায় ভর্তি হয়েছো ?

শ্রাবণ : মোটামুটি ভালো। সরকারি সা'দত কলেজে 'বাংলা ভাষা এবং

সাহিত্য' বিষয়ে অনার্স করতেছি।

মোনা : খুব ভালো। তুমি যেহেতু লেখালেখি করো সেজন্য বাংলা সাবজেক্ট নিয়ে খুব ভালো হয়েছে। দোয়া করি অনেক বড় লেখক হও তুমি।

শ্রাবণ : হুম দোয়া কোরো। এই যে নাও আমার সেই কাব্যগ্রন্থ।

মোনা : (রঙিন পেপার দিয়ে মোড়ানো বইটা হাতে পেয়ে মোনা শ্রাবণকে ধন্যবাদ দিতে ভুল করলো না) তোমাকে অনেক ধন্যবাদ কবি সাহেব। তোমার এই লেখালেখি সারাজীবন অব্যাহত থাক।

শ্রাবণ : হুম সারাজীবন পাশে থেকো।

মোনা : হুম অবশ্যই। (কথা বলতে বলতে মোনা বইয়ের উপর মোড়ানো রঙিন পেপার খুলে ফেললো। খুলেই শ্রাবণকে বললো...) বইয়ের প্রচ্ছদ অনেক সুন্দর হয়েছে। নামের সাথে প্রচ্ছদের সুন্দর মিল আছে । প্রচ্ছদ শিল্পীর কথা না বললেই নয়। আমি তোমার এই বইটার জন্য বহুল পাঠক প্রিয়তা আশা করছি। লেখালেখি কখনো ছেড়ে দিওনা। এটা অনেক ভালো একটা কাজ। যা সবাই পারে না। আমৃত্যু মন খুলে লিখে যেও।

শ্রাবণ : তুমি পাশে থাকলেই সব সম্ভব। আর এই লেখালেখির কাজটা আমি অনেক মন থেকে করি। যাই লেখিনা কেন, লিখতে আমার ভীষণ ভালোলাগে, তাই লিখি। না লিখে থাকতে পারিনা। লিখতে লিখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

মোনা : হ্যা এটাই প্রকৃত লেখকের বৈশিষ্ট্য। তোমাকে আমি একটা জিনিস দিব, তোমাকে নিতে হবে। তুমি কিন্তু না করতে পারবে না। নিলে অনেক খুশি হব আমি।

শ্রাবণ : হা হা হা আচ্ছা দাও কি দিবে...

মোনা : (পাঁচশত টাকার একটা চকচকে নোট বের করে দিল শ্রাবণকে) এই নাও এটা তোমার জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ।

শ্রাবণ : টাকা দিচ্ছ কেন বুঝলাম না। কারণ না জেনে তো আমি তোমার টাকা নিব না।

মোনা : হাতে নাও বলছি। যেহেতু এটা তোমার প্রথম বই। আমি চাই তোমার এই লেখালেখির কাজটা তুমি চালিয়ে যাও। সেজন্য তোমাকে উৎসাহিত করার জন্য টাকাটা দিলাম। বইয়ের মূল্য ভেবে ভুল কোরো না যেন। প্রতিভার কোনো মূল্য হয় না। রেখে দাও তোমার কাছে। কাজে লাগবে।

শ্রাবণ : (নিজের অজান্তেই শ্রাবণের চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল বেরিয়ে এলো। টাকার জন্য নয় ; সে তার প্রতিভার যথাযথ মূল্য পেয়ে সে অনেক বেশি খুশি হয়েছে। এই প্রথম কেউ তার লেখালেখি কাজটাকে এত মূল্যায়ন করেছে) তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মোনা আমাকে এভাবে মূল্যায়ন করার জন্য।

মোনা : আজ আমি তোমাকে খাওয়াবো। তুমি না করতে পারবে না কিন্তু। এবার বলো তুমি কি খাবে ?

শ্রাবণ : তুমি যা খাওয়াবে তাই খাব। আমার কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই। তাই তোমার পছন্দের খাবার হলেই চলবে।

মোনা : (ওয়েটারকে ডেকে মোনার পছন্দের খাবার ওয়ার্ডার করলো) ওকে তাই হবে...

শ্রাবণ : (কথা বলতে বলতে খাবার চলে এলো কয়েক প্রকার দামি খাবার। মোনার সাথে আরো একটি মেয়ে এসেছিল। সম্পর্কে সে মোনার ভাগ্নী হয়) তোমাকে ধন্যবাদ মোনা আজকের দিনের জন্য। আজকের দিনটি আমার কাছে সারাজীবন সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকবে। সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না।

মোনা : (মোনা হাসতে হাসতে বললো) তাই ! ওকে এমন দিন যেন বারবার আসে।

শ্রাবণ : হুম। তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে আজ। হালকা গোলাপি রঙের লিপস্টিক মাখা ঠোঁটগুলো আনমনে কাছে টানছে। হবে নাকি একটা চুমু ! (কথাটা অবশ্য শ্রাবণ মোনার কানে কানে বললো। এমতাবস্থায় মোনার ভাগ্নী কি যেন একটা জরুরি কাজে অন্যত্র চলে গেল একাই। শুরু হলো মোনা আর শ্রাবণের অবকাশ যাপন)

মোনা : কবি মানুষের বোধ হয় লজ্জা-শরম কম থাকে। তা না হলে এই লোক সমাগমে কেউ চুমু খেতে চায় বলো ?

শ্রাবণ : কি করবো ? তুমি যে অনেক আকর্ষণীয় সাজ-গোছ করছো আজ। ব্যাকুল মন তাই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে তোমার উপর।

মোনা : আমার কিন্তু অনেক ভয় করছে। তোমার মতি- গতি তেমন সুবিধার মনে হচ্ছে না, হা হা হা...

শ্রাবণ : আরে ভয়ের কিছু নেই। একটু খুনসুটি করছিলাম আর কি !

মোনা : ও আচ্ছা। তবুও যে আমার লজ্জা লাগে। আগে কখনো এমন হয়নি

ভালোবাসার সমীকরণ

Website: www.ichchashakti.com